67

দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 17 MAR 1994 ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

কারাগারে গণশিক্ষা

কামাল শেখ টিপসই দিয়ে জেলখানায় ঢুকেছিল। দেড় মাস পরে বেরিয়েছে নিজের নাম স্বাক্ষর করে। এই অভূতপূর্ব ঘটনাটি ঘটেছে বাগেরহাট উপকারাগারে— সেখানে যে গণশিক্ষা কার্যক্রম চলছে তার ফলে। ঐ কারাগারে গণশিক্ষা চালু হয়েছে সাত মাস আগে। এখনো চলছে। আর ইতিমধ্যেই প্রায় চার শত কারাবন্দী সাক্ষরতা অর্জন করেছে। কারাবন্দীদের মধ্যে এ ব্যাপারে যে উৎসাহ দেখা যাচ্ছে তা–ও চমকপ্রদ।

দৈনিক বাংলায় এই ঘটনা সম্পর্কে প্রকাশিত এক খবরে আরো বলা হয়েছে যে, বাগেরহাট উপ–কারাগারের কারাধ্যক্ষ ও জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে এই গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। এই কার্যক্রম শুরু হবার ফলে কারা অভ্যন্তরে শান্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। নিরক্ষর কারাবন্দীরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে লেখাপড়া শিখছে।

কারাভ্যন্তরে গণশিক্ষা প্রবর্তনের ঘটনাটি নিঃসন্দেহে অভিনব। অভূতপূর্বও। এদেশে এমন ঘটনা এর আগে ঘটেনি। কেউ এ ব্যাপারে এ সম্পর্কে ভেবেছে বলেও মনে হয় না। আমাদের দেশের সাক্ষরতা পরিস্থিতিকে কোন মাপকাঠিতেই সন্তোষজনক আখ্যা দেয়া যায় না। অতীতেও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। এখনো হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পর্যায়ে চেষ্টা চলেছে। সে চেষ্টা অব্যাহতও রয়েছে। কিন্তু এর জন্য ফি বছর সরকারী তহবিল থেকে বিরাট অংকের টাকাও বেরিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু গণশিক্ষা কার্যক্রমে সফলতা এখন পর্যন্ত আশাব্যঞ্জক নয়। আমাদের দেশের পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে তা যদি বিশ্বাস করাও যায় তাহলেও দেখা যাবে যে দেশে শতকরা মাত্র ২৪ জন সাক্ষরতাসম্পন্ন। এই অবস্থায় গণশিক্ষা কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ তেমন আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয় না। এই পটভূমিতে কারান্তরালে গণশিক্ষা চালু করা এবং তার সাফল্যকে কোন মতেই খাটো করে দেখবার অবকাশ নেই। আমরা তাই এই প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য এই কর্মসূচীর উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

শিক্ষার সঙ্গে নীতিবোধ ও সৎ জীবন যাপনের একটা অলিখিত ইতিবাচক সম্পর্ক আছে। সাধারণত শিক্ষিত মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা কম। এর অন্যতম কারণ এই যে, শিক্ষিত মানুষের অপরাধমুক্ত জীবন যাপনের একটা সুযোগ থাকে। তাছাড়া শিক্ষা তাদের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। তাই দেখা যায় যে অধিকাংশ অপরাধীই শিক্ষাবঞ্চিত। এই অবস্থায় এটাও আশা করা যেতে পারে যে, কারাগারের মধ্যে যে শিক্ষার আলো বন্দীদের অন্তরে প্রবেশ করেছে তা তাদের অপরাধমুক্ত জীবনের দিকে আকৃষ্ট করবে। এই কার্যক্রম এ কারণেও প্রশংসার দাবি রাখে।

কারাগারে গণশিক্ষা কার্যক্রম চালু করে বাগেরহাট উপ–কারাগার কর্তৃপক্ষ যে ব্যতিক্রমী ঘটনা ঘটিয়েছেন, আমরা আশা করব যে অন্যান্য কারাগারের কর্তৃপক্ষ তাতে উৎসাহিত হবেন এবং সেসব কারাগারেও অচিরে এই কার্যক্রম চালু করবেন।